৪৯-সূরা আলহুজরাত [১]

আয়াত-১৮, মাদানী

(শুরু করছি) অসীম দয়াময়, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে।

১) 'হুজরাতুন' শব্দের বহুবচন হল 'হুজরাত' যার অর্থ হল কক্ষসমূহ আর সেগুলি হল নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের স্ত্রীদের ঘর (ইবনু কাসীর)। এই সূরার ৪ নং আয়াতে বর্ণিত 'আলহুজরাত' শব্দ থেকেই এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

১) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না।[২] আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুই শোনেন, সবকিছুই দেখেন।	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1)

২) আল্লাহ তাআলা এই আয়াত এবং পরবর্তী ৪টি আয়াতে নাবীর সঙ্গে কী ধরণের আচারণ করতে হবে আর কী ধরণের আচরণ করা যাবে না-তার শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন।

শিষ্টাচার ঃ দ্বীনি বিষয়ে নিজের বিবেক বুদ্ধির ব্যবহার করে কোনো সিদ্ধান্ত বা ফতোয়া দেওয়া যাবে না, একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করেই ফতোয়া দিতে হবে। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই যেন মুমিনরা রসূলের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা না করে। কোনো বিষয়ে ফতোয়া দেওয়ার পর যদি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রদত্ত ফতোয়াটি ভুল সেক্ষেত্রে গোঁয়ার্তুমি না করে ভুল ফতোয়া প্রত্যাহার করে পুনরায় সঠিক ফতোয়া দেওয়া মুমিনের একান্ত কর্তব্য। শরিআতের প্রতিটি বিষয়ে নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের আনুগত্য করাই হল তাঁর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদন করা। রসূলের কথার বিরোধীতা করে বা অপব্যাখ্যা করে মৌখিকভাবে সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন বাতুলতা বৈ কিছুই নয়।

২) হে ঈমানদারগণ! তোমরা নাবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করো না আর তোমরা তার সঙ্গে উচ্চ স্বরে কথা বলো না, যেভাবে তোমরা একে অপরের সঙ্গে বলে থাকো। অন্যথায়, তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের সমস্ত কর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে।[৩]	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2)

৩) শিষ্টাচার ঃ নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের উপস্থিতিতে আপসে কথা বার্তা বলার সময় তাঁর স্বরের থেকে উঁচু স্বরে কথা বলা নিষিদ্ধ এবং নাবীর সঙ্গে কথা বলার সময় উচু স্বরে কথা বলাও নিষিদ্ধ। আল্লাহর এই নির্দেশ অমান্য করে যে উঁচু স্বরে আল্লাহর রসুল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সামনে কথা বলবে তার সমস্ত নেক আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আবূ বাকর ও উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হলেও আয়াতের নির্দেশে ব্যাপকতা রয়েছে।

শানে নুযূল ঃ বানী তামীম গোত্র থেকে একটি অশ্বারোহী দল নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে এসে হাজির হয়। আবূ বাকর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রস্তাব দেন যে, কা'কাহ বিন মা'বাদ বিন যুরারাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এদের আমীর মনোনীত করা হোক। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, বরং আকরা বিন হাবিস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আমীর মনোনীত করা হোক। আবূ বাকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ আমার বিরোধিতা করাই তোমার উদ্দেশ্য। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ তোমার বিরোধিতা করা ইচ্ছা আমি করিনি। এভাবে দুজনের বাক বিতণ্ডা চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে যায়। এই প্রেক্ষাপটেই ১ও ২ নং আয়াত দুটি অবতীর্ণ হয়।[1] সহায়ক আয়াত-২৪/৬৩।

৩) যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।[৪]	إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (3)

[1] বুখারী-৪৩৬৭, ৪৮৪৫, তিরমিযী-৩২৬৬।

৪) মহাপুরুস্কার হল জান্নাত।[2]

৪) যারা কক্ষসমূহের বাইরে থেকে তোমাকে উচ্চস্বরে আহ্বান করে, নিশ্চয় তাদের অধিকাংশরাই বোঝে না। [৫]	إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (4)

৫) শানে নুযূল ঃ অনেকেই এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বলেছেন যে, আয়াতটি আকরা' বিন হাবিস আততামীমী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল কারণ তিনি ঘরের বাইরে থেকেই 'হে মুহাম্মাদ! হে মুহাম্মাদ!' বলে আহ্বান করেছিলেন।[3] বানী তামীম গোত্রের কিছু বেদুইন লোক দুপুর বেলায় এসে নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বিশ্রামের সময় ' হে মুহাম্মাদ! ' হে মুহাম্মাদ!' বলে ডাকা ডাকি করে যেন তিনি বেরিয়ে আসেন। এই প্রেক্ষাপটেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[4]

অবশ্য ইমাম বুখারী রাহেমাহুল্লাহ সহীহ বুখারীতে সূরা হুজরাতের ৪নং আয়াত দিয়ে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন এবং উক্ত অধ্যায়ের ১ ও ২ নং আয়াতে শানে নুযূলের ঘটনাটিই বর্ণনা করেছেন।[5] বলাবাহুল্য তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, উক্ত ঘটনার প্রেক্ষাপটেই ৪নং আয়াতটিও অবতীর্ণ হয়েছিল (তালীকু মুস্তাফাল বুগা)। আল্লাহই সঠিক জানেন।

৫) তাদের নিকটে তোমার বেরিয়ে আসা পর্যন্ত যদি তারা অপেক্ষা করত, তাহলে তাদের কল্যাণই হত। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম অনুগ্রহশীল। [৬]	وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)

৬) নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি এ রকম আচরণকে অপরাধ বলে বিবেচনা করা হয়েছে এবং আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে।

৬) হে ঈমানদারগণ ! যদি কোনো ফাসিক তোমাদের নিকটে কোনো বার্তা নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখো, না হলে তোমরা অজ্ঞাতসারে কোনো সম্প্রদায়ের অনিষ্ট সাধন করে ফেলবে। ফলে তোমরা তোমাদের কৃত কর্মের কারণে লজ্জিত হবে। [৭]	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)

৭) শানে নুযূল ঃ অলীদ বিন উকবা সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল। নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁকে বানী মুসতালিক্বের নিকটে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তার সঙ্গে বানী মুসতালিক্বের জাহিলিয়্যাতের যুগ থেকেই শত্রুতা ছিল। তাই কিছুটা পথ অতিক্রম করে ভয়ে পেয়ে ফিরে এসে বলেন যে, তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করল এবং আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। তাই নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাদের নিকটে সেনাবাহিনী প্রেরণ করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। এই প্রেক্ষাপটেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ।[6] অবশ্য শানে নুযূল যাইহোক অজ্ঞাত পরিচিত ও সন্দেহযুক্ত মানুষের দ্বারা প্রাপ্ত সংবাদ সব সময়ই যাচাই করা জরুরী।

[2] ইবনু কাসীর।
[3] ইবনু কাসীর।
[4] মুজামুল কাবীর লিত-তাবারানী-৫১২৩, হাসান।
[5] বুখারী-৪৮৪৭।
[6] সংক্ষিপ্ত ঃ মুসনাদ আহমাদ-১৮৪৫৯, হাসান লেগাইরিহি, সহীহ-৩০৮৮, যাদুল মাসীর, ইবনু কাসীর।

৭) তোমরা জেনে রেখো যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন। [৮] যদি সে অনেক বিষয়েই তোমাদের আনুগত্য করত, তাহলে তোমরাই কষ্ট পেতে। [৯] কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকটে ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তিনি ঈমানকে সুশোভিত করেছেন তোমাদের হৃদয়ে আর কুফর, ফিসক ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকটে অপ্রিয় করেছেন। ওরাই সৎপথের পথিক।[১০]	وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7)

৮) সুতরাং তোমরা তাঁর সম্মান ও শ্রদ্ধা করো, তাঁর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করো এবং তাঁর হুকুম মেনে চলো। কেননা তিনিই তোমাদের কল্যাণের বিষয়ে বেশি ভালো জানেন, তিনিই তোমাদের প্রতি সব থেকে বেশি অনুগ্রহশীল এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর সিদ্ধান্তই সব থেকে বেশি উপযুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ নাবী মুমিনদের নিকটে তাদের প্রাণের চেয়ে বেশি প্রিয়। [7] সুতরাং কোনো বিষয়ে তাঁকে ও তাঁর সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে বা বর্তমানে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে কখনো সফলতা আসতে পারে না। স্থান-কাল-ভৌগলিক অবস্থান ভেদে সর্বদা একমাত্র তাঁরই অনুসরণ করতে হবে এবং তাতেই সার্বিক কল্যাণ ও সফলতা নিহিত রয়েছে।

৯) অর্থাৎ তোমরা বিপদে পড়তে এবং পাপকর্মে লিপ্ত হতে। [৪] সহায়ক আয়াত-২৩/৭১।

১০) অর্থাৎ যাঁরা ঈমানকে ভালোবাসে আর কুফরিকে অপছন্দ করে, তাঁরাই হলেন সৎ পথের পথিক।

৮) (এটি) আল্লাহর দান ও অনুগ্রহস্বরূপ। আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়। ৯) মুমিনদের মধ্যে দুটি দল যদি পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।[১১] যদি তাদের মধ্যে একটি দল অন্য দলের উপর সীমালংঘন করে, তাহলে তোমরা সীমালংঘনকারী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকো, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর আদেশের নিকটে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সঙ্গে মীমাংসা করে দাও এবং সুবিচার করো। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে পছন্দ করেন। [১২] ১০) নিশ্চয় মুমিনরা একে (দ্বীনি) অপরের ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।	فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (8) وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10)

১১) এই আয়াতাংশ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুমিন বড় ধরণের অপরাধ করলে ঈমান থেকে বেরিয়ে যায় না। কেননা আল্লাহ তাআলা দুই বিবাদমান গোষ্ঠীকেই মুমিন বলে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু খারেজী, মুতাযিলা ও তাদের অনুসারীরা মনে করে যে, বড় অপরাধ করলে মুমিনের ঈমান থাকে না।[9]

১২) এই আয়াতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়ে নিহিত রয়েছে ঃ ক) মুমিনদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হওয়া একটি স্বাভাবিক ঘটনা কেননা তাঁরাও মানুষ, খ) মুমিনদের মধ্যে থেকে একটি দল তৃতীয় পক্ষ হিসাবে আবশ্যিকভাবে কাজ করবেন, গ) তৃতীয় পক্ষ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবেন এবং বিবাদমান দুটি দলের মধ্যে ইনসাফের সঙ্গে মীমাংসা করে দেবেন, ঘ) বিবাদমান দুই গোষ্ঠীর মধ্যে যে গোষ্ঠী আল্লাহর বিধানের সামনে নিজেকে সমর্পণ করে আপোস মীমাংসায়

[7] সূরা আহযাব :৩ ৩/৬ -ইবনু কাসীর।
[8] আইসারুত তাফাসীর।
[9] ইবনু কাসীর।

সম্মত হবে না, সেই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তৃতীয় পক্ষকেও লড়াই করতে হবে এবং ঙ) মীমাংসার কোনো চেষ্টা না করে উভয় পক্ষকে বিবাদমান অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া বা উভয় পক্ষের বিবাদে আনন্দ উপভোগ করা মুমিনদের কাজ নয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11)	১১) হে ঈমানদারগণ ! কোনো সম্প্রদায় যেন অন্য কোনো সম্প্রদায়কে উপহাস না করে, কেননা যাদেরকে উপহাস করা হয়, তারাই উপহাসকারীদের অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আবার কোনো নারী অন্য কোনো নারীকে যেন উপহাস না করে, কেননা যাদেরকে উপহাস করা হয়, তারাই উপহাসকারীদের অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। [১৩] তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করো না [১৪] এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। [১৫] ঈমান আনার পর ফাসিক নাম খুবই মন্দ। [১৬] যারা তাওবা করে না তারাই যালিম।

১৩) ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হারাম। কেননা বিদ্রুপের উদ্দেশ্য হল অপমানিত করা, অবজ্ঞা ও হেয় করা (ইবনু কাসীর)। ঠাট্টা বিদ্রুপ ও অবজ্ঞা করা অহংকারের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন ঃ অহংকার হল সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে অবজ্ঞা করা। তিনি স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মিনায় দাঁড়িয়ে বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান আজকের দিনের, এই মাসের ও এই শহরের হারামের ন্যায়।[10]

১৪) কোনো মানুষের প্রতি দোষারোপ করাও নিষিদ্ধ। দোষারোপ কারীদের জন্য রয়েছে শাস্তি (১০৪/১)[11]

১৫) শানে নুযূল ঃ আবু জাবিরা ইবনুল যাহহাক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাদের আনসার সম্প্রদায়ের ব্যাপারে এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল: [তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না-সূরা আল-হুজুরাত: ১১]। তিনি বলেন," নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন আমাদের নিকট (মদিনায়) আগমন করলেন, তখন আমাদের মধ্যকার একেকটি লোকের দুটি বা তিনটি করে নাম ছিল। নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কখনো কখনো তাদের সেই নামগুলোর কোনো একটি ধরে ডাকতেন, তখন লোকেরা বলত ঃ হে আল্লাহর রাসুল! সে তো এই নামে ডাকলে রাগ করে। তখন এই আয়াত নাযিল হয়: [তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না]।[12]

১৬) ফাসিক নাম অর্থাৎ মন্দ নামে বা নাম বিকৃত করে ডাকা। ইসলাম গ্রহণ করার পর বা তাওবা করার পর কোনো মুমিন ভাইকে পূর্ববর্তী ক্রিয়াকলাপের জন্য দোষারোপ করা বা মন্দ গুণে গুণান্বিত করে ডাকা হারাম। যেমন কোনো মদ খোর বা চোর নেশা বা চুরি পরিত্যাগ করে দ্বীনদার হলে, তাকে আর মদখোর বা চোর বলে ডাকা বা পুরানো স্মৃতিচারণা করে অপমানিত করা হারাম।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12)	১২) হে ঈমানদারগণ! বেশি বেশি ধারণা করা থেকে দূরে থাকো। নিশ্চয় কিছু কিছু ধারণা পাপ। [১৭] তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না ১৮ এবং একে অপরের গীবত করো না। [১৯] তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভায়ের মাংস খেতে ভালোবাসে ? তোমরা তো এ কাজকে মন্দই মনে কর। [২০] আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

১৭) মহান আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে অতিরিক্ত ধারণা (সন্দেহ) করা থেকে নিষেধ করেছেন। আর তা হলো পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং সাধারণ মানুষের প্রতি কোনো কারণ বা ভিত্তি ছাড়া অপবাদ দেওয়া ও খিয়ানতের সন্দেহ করা। কারণ এ ধরণের কিছু ধারণা সম্পূর্ণ পাপ। তাই সতর্কতা অবলম্বন করে এ জাতীয় অধিকাংশ ধারণা থেকেই বেঁচে থাকা

[10] বুখারী-৬০৪৩।

[11] ইবনু কাসীর।

[12] ইবনু মাজাহ-৩৭৪১, সহীহ।

উচিত।[13] আল্লাহর রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ধারণা করা থেকে বিরত থাকো কেননা ধারণা সব চেয়ে বড় মিথ্যা।[14]

১৮) মানুষের সামনে অপমান অপদস্ত করার জন্য কারো গোপন দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা হারাম। বরং কারো ত্রুটি-বিচ্যুতি নজরে এলে তা গোপন করার নির্দেশ হাদীসে এসেছে। নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন করে, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তাআলা তার দোষ-ত্রুটিকে গোপন করেন।[15]

১৯) কারো দোষ-ত্রুটি অন্যের নিকটে বর্ণনা করা, যা সে অপছন্দ করে তাকে গীবত বলে আর কারো দোষ ত্রুটি নেই অথচ দোষ-ত্রুটি তার উপর আরোপ করাকে তুহমাত বা অপবাদ বলে।[16] গীবত ও তুহমাত দুটোই মহা অপরাধ। শর্তসাপেক্ষে গীবত বা দোষত্রুটি উল্লেক করা বৈধ। শর্তগুলি হল-১) জুলুমের প্রতিকার বা বিচার চাইতে[17], ২) অন্যায় কাজ বন্ধে সাহায্য কামনা করতে,[18] ৩) শারয়ী সমাধান বা ফতোয়া জানতে,[19] ৪) মুসলিমদের ক্ষতি বা ধোঁকা থেকে সতর্ক করতে,[20] ৫) প্রকাশ্য পাপকারীর পাপাচার নিয়ে আলোচনা[21]এবং ৬) কাউকে চেনার জন্য বা পরিচয় স্পষ্ট করতে [হাদিস শাস্ত্রের (মুহাদ্দিসীনদের) বাস্তব অনুসৃত নীতি যেমন খোঁড়া, অন্ধ বা টেরা ইত্যাদি বলা পরিচয়ের জন্য, উপহাস করার জন্য নয়]। সহায়ক হাদীস-বুখারী ঃ ৬০৫৪, ৬১৩১, রিয়াযুস স্বালিহীন, অধ্যায় ২৫৬ ঃ সে সব কারণে গীবত করা বৈধ।

২০) গীবত করাকে মৃত ভায়ের মাংস খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং গীবত করা মহাপাপ কাজ।

১৩) হে মানব! আমি তোমাদেরকে এক নর ও নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকটে সেই বেশি সম্মানিত যে বেশি মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত। [২১]	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)

২১) সারমর্ম ঃ সমস্ত মানুষ আদম (নর) ও হাওয়া (নারী) আলাইহিমাস সালামের সন্তান। সমস্ত মানুষ একে অপরের ভাই ভাই। তাদেরকে কালো-সাদা, বেঁটে-লম্বা ও বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছেন যেন তাদের পরিচিতি সহজেই জানা যায়। সুতরাং নিজের গোত্র, গোষ্ঠী, জাতি, পদমর্যাদা নিয়ে মানুষের গর্ব ও অহংকার করার কিছু নেই। সম্পদ,পদমর্যাদা, গোষ্ঠীগত ও গোত্রীয় অবস্থান পার্থিব ক্ষেত্রে সম্মানের মানদণ্ড হলেও আল্লাহর নিকটে সম্মানের মানদণ্ড হল একমাত্র তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। রাসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে এই আয়াতের মর্মার্থ অত্যন্ত জোরালোভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন,"হে লোকসকল! সাবধান, তোমাদের রব এক এবং তোমাদের পিতা (আদম) এক। জেনে রেখো, কোনো আরবের উপর অনারবের, কিংবা কোনো অনারবের উপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। একইভাবে কোনো কালোর উপর সাদার, কিংবা সাদার উপর কালোর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই— কেবলমাত্র তাকওয়া

[13] ইবনু কাসীর।
[14] বুখারী-৬৭২৪।
[15] ইবনু মাজাহ-২৫৪৪, সহীহ।
[16] মুসলিম-২৫৮৯।
[17] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪৮।
[18] সহীহ বুখারী, হাদিস: ৪৯০০।
[19] সহীহ বুখারী, হাদিস: ৫৩৬৪।
[20] সহীহ মুসলিম, হাদিস: ১৪৮০।
[21] সহীহ বুখারী, হাদিস: ৬০৩২।

(আল্লাহভীতি) ছাড়া। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত, যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী বা পরহেজগার।"[22]

১৪) বেদুঈনরা বলে," আমরা ঈমান আনলাম।" বলো,"তোমরা ঈমান আননি বরং তোমরা বলো ঃ আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। কারণ এখনো তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি।[২২]যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তাহলে তিনি তোমাদের কর্মসমূহের কোনো কিছুই হ্রাস করবেন না।[২৩] নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, অনুগ্রহশীল।	قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14)

২২) এ আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, ইসলাম হল আম আর ঈমান হল খাস অর্থাৎ ঈমান থাকলে অবশ্যই ইসলাম থাকবে কিন্তু ইসলাম থাকলে ঈমান নাও থাকতে পারে। এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দৃষ্টিভঙ্গি। হাদীসে জিবরীলও তার দলীল।[23] কেননা উক্ত হাদীসে জিব্রাইল আলাইহিস সাল্লাম মুহাম্মাদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে প্রথমে ইসলাম সম্পর্কে এবং তারপর ঈমান সম্পর্কে জানতে চান অর্থাৎ প্রথম আম এবং পরে খাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ।[24]

এই বেদুঈনরা ছিল বনু আসাদ গোত্রের লোক। এরা আসলে ছিল মুনাফিক। এরা দুর্ভিক্ষের সময়ে সাদকা পাওয়ার আশায় অথবা হত্যা ও বন্দি হওয়া থেকে বাঁচার জন্য মদিনা এসে ইসলাম গ্রহণের দাবি করেছিল।[25] এই আয়াতে বেদুঈন বলতে নতুন নতুন মুসলিমদেরকে বোঝানো হয়েছে, যাদের অন্তরে এখনো ঈমান দৃঢ়ভাবে স্থান পায়নি অথচ যতটা তাদের হৃদয়ে ঈমান ছিল তার থেকে বেশি ঈমানের দাবি করেছিল তারা।[26]

২৩) অর্থাৎ তোমাদের সওয়াব ও প্রতিদান কিছু কম করবেন না। সহায়ক আয়াত-৫২/২১।

১৫) তারাই মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সংশয় পোষণ করেনি এবং নিজেদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে। তারাই সত্যবাদী।[২৪]	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15)

২৪) এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হল-১) তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে, ২) তারা এ বিষয়ে কোনো প্রকার সন্দেহ রাখে না, ৩) তারা জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং ৪) তারা যা বলে তা সত্য বলে। তারা ১৪ নং আয়াতে বর্ণিত বেদুঈনদের মত মৌখিকভাবে ঈমানের দাবী করে না। মুমিনদের আরো বেশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে দেখুন সূরা আনফাল ঃ ২-৪, ৭৪, সূরা আলমুমিনূন ঃ ১-৯।

১৬) বলো," তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে অবহিত করছ? অথচ আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সবই তিনি জানেন। আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে সম্যক অবগত।"[২৫]	قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (16)

২৫) 'আমরা ঈমান আনলাম-৪৯/১৪' বলে নিজেদের ঈমান সম্পর্কে আল্লাহকে অবহিত করার কিছু নেই। কারণ তিনি সবই জানেন।

[22] মুসনাদ আহমাদ-২৩৪৮৯, সহীহ, সহীহা-২৭০০।
[23] সহীহ মুসলিম-৮।
[24] ইবনু কাসীর।
[25] ফাত্হুল ক্বাদীর।
[26] ইবনু কাসীর।

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (17)	১৭) (তারা মনে করে যে) তারা ইসলাম গ্রহণ করে তোমার প্রতি দয়া করেছে। বলো," তোমরা তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করাকে আমার প্রতি কৃপা মনে করো না। বরং আল্লাহ তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি পরিচালিত করে তোমাদের প্রতিই অনুগ্রহ করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"[২৬]
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18)	১৮) নিশ্চয় আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানেন এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

২৬) এই আয়াতের মূল শিক্ষা হল—মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের উপর কোনো অনুগ্রহ করে না, বরং আল্লাহই মানুষকে হেদায়েত দিয়ে তার উপর পরম অনুগ্রহ করেছেন। বলাবাহুল্য ইবাদত, আমল বা ইসলাম পালন করে আল্লাহর উপর অহংকার বা অনুগ্রহ দেখানোর সুযোগ নেই; বরং হেদায়েত পাওয়াটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি সবচেয়ে বড় উপহার ও দয়া।

আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যখন আল্লাহ তা'আলা হুনাইনের যুদ্ধের দিন তাঁর রাসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে গণিমতের সম্পদ (অনুগ্রহস্বরূপ) দান করলেন, তখন তিনি তা মানুষের মধ্যে—বিশেষ করে যাদের অন্তর ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা প্রয়োজন ছিল (নব মুসলিমদের)—তাদের মাঝে বণ্টন করলেন। কিন্তু তিনি আনসারদের (মদীনার মূল অধিবাসীদের) কিছুই দিলেন না। এতে আনসারদের মনে কিছুটা ক্ষোভ বা দুঃখের সৃষ্টি হল। কারণ অন্য মানুষরা যে সম্পদ পাচ্ছিল, তারা তা পায়নি।

তখন আল্লাহর রাসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন,"হে আনসার সম্প্রদায়! আমি কি তোমাদের পথভ্রষ্ট অবস্থায় পাইনি, অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন? তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও শতধাবিভক্ত ছিলে, অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের অন্তরে প্রীতি ও ঐক্য স্থাপন করেছেন? তোমরা অভাবী ছিলে, অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের ধনী ও স্বাবলম্বী করেছেন?" রাসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখনই কোনো কথা বলছিলেন, তখনই আনসাররা (কৃতজ্ঞতা ও বিনয়ের সাথে) জবাব দিচ্ছিলেন," আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহকারী।" এরপর তিনি বললেন," তোমরা আল্লাহর রাসূলের কথার উত্তর দিতে কেন দ্বিধা করছ? " বর্ণনাকারী বলেন," রাসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখনই কিছু বলছিলেন, তাঁরা বলছিলেন, " আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহকারী।" তখন আল্লাহর রাসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বললেন," তোমরা চাইলে তো বলতেই পারতে (এবং তা সত্য ও বাস্তব হত)—'আপনি আমাদের কাছে এমন এমন অবস্থায় এসেছিলেন (যখন মক্কার মানুষ আপনাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল এবং আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম)।' তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্য মানুষরা ভেড়া আর উট নিয়ে নিজেদের ঘরে ফিরে যাবে আর তোমরা আল্লাহর নাবীকে সাথে করে তোমাদের তাঁবুতে (মদীনায়) নিয়ে ফিরবে? হিজরতের মর্যাদা না থাকলে আমি আনসারদেরই একজন হতাম। মানুষ যদি কোনো উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে চলে, তবে আমি আনসারদের উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়েই চলব। আনসাররা হলো ভেতরের পোশাকের মতো (অত্যন্ত কাছের), আর অন্যান্য মানুষ হল উপরের পোশাকের মতো (দূরের)। নিশ্চয়ই আমার পর তোমরা (নেতৃত্ব ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে) চরম বৈষম্যের শিকার হবে। অতএব, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, যতক্ষণ না (কিয়ামতের দিন) হাওযে কাউসারে আমার সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ ঘটে।"[27]

[27] বুখারী-৪৩৩০।